দৈনিক জনকণ্ঠ

৭

তারিখ ... OCT 10 1999 ...
পৃষ্ঠা ৬ ... কলাম ১ ...

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আবার রণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল গত বৃহস্পতিবার। ছাত্রলীগ ও ছাত্র শিবিরের মধ্যে তুমুল বন্দুকযুদ্ধ হয় সোহরাওয়ার্দী হল দখল নিয়ে। অবশ্য আগে তিন ছাত্রলীগ কর্মীকে আটক ও মারধর করে শিবির কর্মীরা উস্কানি সৃষ্টি করে। এর পর ছাত্রলীগ বের করে মিছিল। সে মিছিল শিবির কর্মীরা প্রতিরোধ করতে গেলে শুরু হয়ে যায় গোলাগুলি। আহত হয় অর্ধশত, যার মধ্যে ত্রিশজনই গুলিবিদ্ধ। দু'পক্ষই অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করে বলে শুক্রবার দৈনিক জনকণ্ঠে প্রকাশিত খবরে উল্লেখ করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে খবরে বলা হয়েছে দীর্ঘদিন ধরে দু'টি ছাত্র সংগঠন পরস্পরের বৈরী। দীর্ঘদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬টি হলে ছাত্র শিবিরের আধিপত্য বজায় ছিল কিন্তু বছর দুই আগে সে আধিপত্য কিছুটা খর্ব হয়। এখন শিবির নতুন উদ্যমে আবার মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছে। সে কারণেই এমন ভয়ঙ্কর সংঘর্ষ হলো।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিবিরের তাণ্ডব নতুন নয়, বহুবার তারা হত্যাযজ্ঞসহ নানান অপকর্ম করেছে। তাদের প্রতিপক্ষও সশস্ত্র হয়েছে বহু আগেই। ফলে এখন আর একতরফা কিছু হয় না, প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় সশস্ত্র। আগে প্রায়ই দেখা যেত, নানান ছুঁতোয় শিবির সংঘর্ষের প্রেক্ষাপট তৈরি করত, তারপর ভীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করত। পরবর্তীকালে অন্য ছাত্র সংগঠনগুলোও সশস্ত্র হয়ে ওঠে এবং তারাও ভীতির মাধ্যমেই রাজনৈতিক ভারসাম্যের নামে শক্তির ভারসাম্য রক্ষার চেষ্টা চালায়। এখনও সেই কৌশলই চলছে। শিক্ষকদের রাজনীতিও সহিংস ছাত্র রাজনীতির পশ্চাত শক্তি হিসাবে কাজ করছে। এখন দ্বন্দ্ব দেখা যাচ্ছে আবার একই দলের সমর্থক ভিসি ও প্রোভিসির মধ্যে।

এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, এ বছর জানুয়ারি থেকে আগস্ট পর্যন্ত আট মাসে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস হয়েছে মাত্র ৩৭ দিন। এ থেকেই বোঝা যায় কেমন লেখাপড়া হচ্ছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে। প্রকৃতপক্ষে এখন বিশ্ববিদ্যালয় নামে একটি প্রতিষ্ঠান আছে, যার কাঠামো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মতো। কিন্তু শিক্ষার অনুকূল নয় বরং রাজনৈতিক সন্ত্রাসের অনুকূল। অভিযোগ আছে, প্রশাসন ও কর্তৃপক্ষের ঔদাসীন্যের কারণে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রত্যেকবার সন্ত্রাসী ঘটনার পর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ একটা করে লিয়াজোঁ কমিটি গঠন করলেও কিছুদিনের মধ্যেই দেখা যায় আবার সংঘর্ষ শুরু হয়েছে। ক্যাম্পাসে স্থায়ী পুলিশ ফাঁড়ি থাকলেও অস্ত্রধারীদের কর্মকাণ্ডে কোন ব্যাঘাত হয় না।

এবারেও দেখা গেছে শ'খানেক রাউন্ড গুলিবর্ষণের পর পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হলে পুলিশ এ্যাকশনে যায় এবং ব্যাপক কাঁদানে গ্যাস ছুড়ে উভয়পক্ষের সন্ত্রাসীদের হটিয়ে দেয়। অস্ত্রসহ সন্ত্রাসীরা 'নিরাপদ' অবস্থানে চলে যায়।

বস্তুত চট্টগ্রামসহ দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সন্ত্রাসীদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল হয়ে ওঠাটাই মূল সমস্যা হয়ে উঠেছে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষত্ব হচ্ছে এটি মৌলবাদী সংগঠনসমূহের শক্ত ঘাঁটি হয়ে উঠেছে। এ অবস্থান আরও সুদৃঢ় করার জন্য যখন মরিয়া হয়ে উঠেছে শিবির তখন এটা ধরেই নিতে হবে যে, অস্ত্রবল বৃদ্ধি করেছে তারা। তাদের প্রতিপক্ষ ক্ষমতাসীন দলের অঙ্গ সংগঠনও শক্তি বৃদ্ধি করেছে। তারই একটা এ্যাসিড টেস্ট হয়ে গেল বৃহস্পতিবার। কিন্তু এই মারণ খেলা কতদিন খেলা হবে, খেলতে দেয়া হবে– সেটাই প্রশ্ন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, প্রশাসক দৃশ্যত কোন ব্যবস্থাই নিচ্ছে না। এর কারণ যে রাজনৈতিক তাও পরিষ্কার। কিন্তু পরিষ্কার বিষয়টিকে সহজভাবে সমাধানের পথে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে না। কিন্তু যে কারণে এ কপটতা এবং সন্ত্রাস লালন– তাই দেখা যাচ্ছে কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিক্ষার পরিবেশহীন উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবিষ্যত কি? সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এর উত্তর এড়িয়ে কতদিন কাটাতে পারবে?